বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয় 'কৃষি ব্যাংক ভবন'
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ফোনঃ ০২২২৩৩-৫৮৬৮১
০২২২৩৩-৮৮৯৪৯
পিএবিএক্সঃ ০২২২৩৩-৮০০২১-২২
০২২২৩৩-৮০০২৪-২৫
০২২২৩৩-৮০০৩১-৩৫
ই-মেইলঃ dgmppd@krishibank.org.bd

ক্রেডিট বিভাগ

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেঃবিঃ(শাখা-৫)/রুমাবি-৩৪২(সিজিএস)/২০২১-২০২২/২৩৭৩(১২৫০) তারিখঃ ২৪.০৪.২০২২খ্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ ''১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের (এফআইডি-০১/২০২১, তারিখ-০৯.০৯.২০২১) ঋণ প্রদান খাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের আওতায় জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক জারীকৃত এফআইডি-০১/২০২১, তারিখ ০৫.০৯.২০২১ খ্রিঃ এবং এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টের সিজিএস ইউনিট কর্তৃক জারিকৃত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০২২, তারিখ-২৩.০১.২০২২ খ্রিঃ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উপরোক্ত সার্কুলার দুটি অত্র বিভাগের পত্রসূত্র নং-৪৩৪(১২৫০) ও ১৪২১(১২৫০), তারিখ যথাক্রমে ০৯.০৯.২০২১ ও ২৭.০১.২০২২ এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। এফআইডি-০১/২০২১ এর মাধ্যমে ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জামানতবিহীন ঋণ প্রদান এবং এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০২২ এর মাধ্যমে ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে 'ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম' সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

০৩। ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার/অব্যাহত রাখা এবং ঋণের ব্যাপ্তি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০২২, তারিখঃ ২৩.০১.২০২২ এর আওতায় ২০২২ পঞ্জিকাবর্ষে জামানতবিহীন ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে গ্যারান্টি সুবিধা গ্রহনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

০৪। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অত্র ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এ সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১/২০২২, তারিখঃ ২৩.০১.২০২২ এবং এফআইডি-০১/২০২১, তারিখ-০৫.০৯.২০২১ এর আওতায় ২৫০০০/- টাকা ও তদূর্ধ্ব পরিমান প্রদেয়/প্রদত্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রস্তাবসমূহ ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায় রেজিস্ট্রেশন করার লক্ষ্যে আবেদন প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ (পরিশিষ্ট-ক) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত
28.08.2022
(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২২২৩৩৮৮৯৪৯

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেঃবিঃ(শাখা-৫)/রুমাবি-৩৪২(সিজিএস)/২০২১-২০২২/২৩৭৩(১২৫০) তারিখঃ ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

28.08.2022
(মোঃ পারভেজ কাওসার সরকার)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

পরিশিষ্ট-ক

ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা

(গ্যারান্টি আবেদন ফরম)

সূত্র ঃ

তারিখঃ . ./. ./. . . .

মহাব্যবস্থাপক
ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ইউনিট
এসএমইএন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস) ইউনিটের সাথে .../../.... তারিখে সম্পাদিত অংশগ্রহণ চুক্তির আওতায় গ্যারান্টি ইস্যুর শর্তে নিম্নবর্ণিত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধাগুলো মঞ্জুর করা হয়েছে। সিজিএস ইউনিট কর্তৃক গ্যারান্টি ইস্যু করা হলে ঋণ/বিনিয়োগসমূহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণ করা হবে। নিম্নবর্ণিত ঋণ/বিনিয়োগসমূহের বিপরীতে গ্যারান্টি ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করা হলোঃ

সেকশন-১ঃ সাধারণ তথ্য

ক্রঃ নং	ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার নাম (গ্রাহক)	গ্রাহকের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	ব্যাংক শাখার নাম	গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর	গ্রাহকের ধরণ (কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, মাইক্রো/ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, স্কুল ব্যাংকিং, অন্যান্য)	গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ (উৎপাদন/সেবা/ ব্যবসা)	ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়েছে (হ্যাঁ/না)	ঋণ/বিনিয়োগ চূড়ান্ত পরিশোধের তারিখ	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	প্রত্যাশিত গ্যারান্টি কভারেজ (শতাংশ)
১										
২										
৩										
								সর্বমোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ		
								সর্বমোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (কথায়)		

সেকশন-২ঃ প্রত্যায়ন

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে প্রত্যায়ন করছি যে, অংশগ্রহণচুক্তির শর্ত পালনপূর্বক উল্লিখিত ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতি অনুযায়ী যথাযথ নিয়মাচার পরিপালনপূর্বক এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি (তালিকা সংযুক্ত) গ্রহণ/পরীক্ষান্তে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধাগুলো মঞ্জুর করা হয়েছে (সকল মঞ্জুরীপত্রের কপি সত্যায়নপূর্বক সংযুক্ত করা হয়েছে)। ../../..., তারিখের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-.... এবং তৎপরবর্তী সংশোধনী (যদি থাকে) মোতাবেক আমরা উল্লিখিত ঋণ/বিনিয়োগসমূহের গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করবো এবং ০৫/৯/২০২১ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০১ এর আওতায় পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা গ্রহণ করা হবে।

আমরা এ মর্মে অবহিত যে, ভবিষ্যতে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগসমূহের বিপরীতে গ্যারান্টির অর্থ দাবীকালে/ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনকালে ঋণ/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট যথাযথ/প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহ করতে সক্ষম না হলে অথবা গ্যারান্টির শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে গ্যারান্টি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
নাম ও পদবী :
মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা :

স্বাক্ষর :
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/স্বাক্ষর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী :
মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা :
সীল :

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

Website: www.bb.org.bd

এফআইডি সার্কুলার নং-০১

০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

তারিখ:-------------------

২১ ভদ্র ১৪২৮

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী

বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

"১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় জারীকৃত ১৪ মে ২০১৪ তারিখে জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০১/২০১৪, ২২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৪, ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৫, ২০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৬, ০৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০৪/২০১৬ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৭ ও তদসংযুক্ত নীতিমালার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। উক্ত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয় এবং উক্ত তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়।

৩। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আয়-উৎসারী কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া, বর্তমানে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ (Second Wave) এর বিরূপ প্রভাবে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার/অব্যাহত রাখা এবং ঋণের ব্যাপ্তি, ঋণসীমা ও তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও ঋণের শর্তাবলী সহজীকরণের মাধ্যমে এ স্কিমের সময়োপযোগী কার্যকারিতা বৃদ্ধি আবশ্যক হওয়ায় নিম্নোক্তভাবে স্কিমটি পুনর্গঠন করা হলো:

৩.১) **নামকরণ:** তহবিলটি "১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" নামে অভিহিত হবে।

৩.২) **তহবিলের উৎস ও পরিমাণ:** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল; টাকা ৫০০(পাঁচশত) কোটি যা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আবর্তনশীল।

৩.৩) **স্কিমের মেয়াদ:** এ স্কিমের মেয়াদ হবে ৫(পাঁচ) বছর। তবে, প্রয়োজনে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

৩.৪) ঋণের পরিধি:

(ক) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় এ স্কিমের অধীনে ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী সকল গ্রাহকই হবে বিদ্যমান ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী। অত্র স্কিমের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নতুন গ্রাহকদের আবশ্যিকভাবে ১০/৫০/১০০ টাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমাদানপূর্বক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে;

(খ) পাড়া/মহল্লা/গ্রাম ভিত্তিক ক্ষুদ্র/অতিক্ষুদ্র (Small/Micro) উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী (যেমনঃ চর্মকার, স্বর্ণকার, ক্ষৌরকার, কামার, কুমার, জেলে, দর্জি, হকার/ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক/ভ্যানচালক, ইলেক্ট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্র মেরামতকারী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রী, রংমিস্ত্রী, গ্রিলমিস্ত্রী, প্লাম্বার, আচার/পিঠা প্রস্তুতকারী, ক্ষুদ্র তাঁতী, পশু চিকিৎসক ইত্যাদি) এবং যে কোন ধরনের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি (যেমনঃ মুদি ও মনোহরী পণ্যের দোকানী, ভ্রাম্যমান কাপড়ের দোকানী, ফ্লেক্সিলোড সেবা প্রদানকারী/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এজেন্ট, তথ্য সেবা প্রদানকারী/ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী, ভাসমান খাবারের দোকানী, চা-পান বিক্রেতা, বই/পত্রিকা/ম্যাগাজিন বিক্রেতা, ঠোঙা/মোড়ক প্রস্তুতকারী, ফুল/ফল/শাক-সবজি বিক্রেতা, হাঁস/মুরগী/কবুতর/কোয়েল পালনকারী, গরু/ছাগল/ভেঁড়া ইত্যাদি গবাদিপশু পালনকারী, চিংড়ি/মৎস্য/কাঁকড়া/কুঁচে চাষী, কেঁচো সারসহ যে কোন জৈব সার উৎপাদনকারী, সবজি চাষী, উদ্যোক্তা- নার্সারি/বৃক্ষরোপণ, সূঁচিশিল্প, ব্লক-বাটিক, ক্ষুদ্র/কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, কনফেকশনারিসহ অন্যান্য খাবার প্রস্তুতকরণ ও অন্য যে কোন সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিডিপি সদস্য) এ ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন;

(গ) যে কোন দুর্যোগে (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট) ক্ষতিগ্রস্ত (যেমনঃ নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, মঙ্গা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ভবনধ্বস, কোভিড-১৯ এর ন্যায় অতিমারী ইত্যাদি) প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, এবং চর ও হাওর এলাকায় বসবাসকারী স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ ঋণ সুবিধা পাবে;

(ঘ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও মহিলা উদ্যোক্তাগণ যে কোন ধরনের আয় উৎসারী কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ ঋণ সুবিধা পাবে এবং

(ঙ) স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে-

i) সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের (শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীসহ) বৃত্তিমূলক/কারিগরী/তথ্য প্রযুক্তিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ উক্ত স্কিমের আওতায় অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির ভিত্তিতে ঋণসুবিধা প্রদান করতে পারবে;

ii) ১৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীদের আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে এবং প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা ভিত্তিক পেশা ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য উক্ত স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ করতে পারবে এবং

iii) স্কুল ব্যাংকিং হিসাব ছিল এমন শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অভিভাবকের পরিশোধ গ্যারান্টির ভিত্তিতে উক্ত স্কিমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

৩.৫) ঋণ প্রাপ্তির অযোগ্যতা:

(ক) খেলাপী ঋণগ্রহীতা এ স্কিমের আওতায় ঋণসুবিধা প্রাপ্য হবেন না এবং

(খ) বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদ ভর্তুকীর আওতায় অন্য কোন স্কিমের অধীন ঋণগ্রহীতার প্রাপ্ত ঋণ অসমন্বিত অবস্থায় থাকলে ঐ ঋণগ্রহীতা ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৩.৬) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা:

(ক) তফসিলি ব্যাংকসমূহ এ স্কিমের আওতায় গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে একক গ্রাহককে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে;

(খ) গ্রুপ ঋণের ক্ষেত্রে ২-৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপকে সদস্য প্রতি সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা করে গ্রুপ প্রতি সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করতে পারবে এবং

(গ) গ্রুপ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সকল সদস্যই ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

৩.৭) পুনঃঅর্থায়নের সুদ/মুনাফার হার:

অর্থায়নকারী ব্যাংকের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের বার্ষিক সুদ/মুনাফার হার হবে ১%।

৩.৮) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার:

(ক) ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার হবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৭%;

(খ) গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

৩.৯) জামানত:

(ক) এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা জামানত নেয়া যাবে না। তবে, প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতাসহ অনধিক দুইজনের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করা যাবে;

(খ) ৩ (তিন) লক্ষ টাকা ও তদূর্ধ্ব পরিমাণ ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় সম্পূর্ণ ঋণের বিপরীতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করবে।

৩.১০) ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড ও পরিশোধ সূচি:

(ক) ব্যাংক ও গ্রাহক পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড হবে সর্বোচ্চ ৬ মাস। গ্রেস পিরিয়ড ব্যতিরেকে ঋণের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রেস পিরিয়ড বাদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ব্যাংকসমূহ হতে সুদ/মুনাফা/সার্ভিস চার্জসহ আসল আদায় করবে এবং

(গ) ব্যাংকসমূহ গ্রেস পিরিয়ড বাদে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কিস্তিতে গ্রাহকের নিকট হতে সুদ/মুনাফাসহ আসল আদায় করবে।

৩.১১) সিআইবি রিপোর্ট: খেলাপী ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ঋণ প্রদান না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে। তবে, এ স্কিমের আওতায় ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণের জন্য কোন চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

৩.১২) ঋণ বিতরণ ব্যবস্থা: উক্ত স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ তার নিজস্ব শাখা/উপশাখা/এজেন্ট ব্যাংকিং/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংকের এজেন্ট/এমএফএস ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সার্ভিস চার্জ প্রাপ্য হবেন। তবে, কোন ক্ষেত্রেই ঋণ/বিনিয়োগের প্রসেসিং ফি বাবদ ১০ জুন ২০২১ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১ এর ৩(খ)(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনার অতিরিক্ত কোন চার্জ/ফি গ্রাহকের নিকট হতে আদায় করা যাবে না।

৩.১৩) **শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং:** শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাবলির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে উক্ত স্কিমের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে। তবে, আদায়কৃত মুনাফা বার্ষিক ৭% এর বেশি হতে পারবে না।

৩.১৪) মনিটরিং: ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবে এবং এতদ্সংযুক্ত সংযোজনী-ক মোতাবেক প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর বিবরণী দাখিল করতে হবে। এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যেকোন সময়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৩.১৫) **পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়া:**

(ক) আলোচ্য স্কিমের আওতায় তফসিলি ব্যাংকসমূহকে মহাব্যবস্থাপক, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। এ চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকগুলোকে সুদ/মুনাফাসহ আসল পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে মর্মে তাদেরকে আলাদাভাবে ডিপি নোট (প্রতিশ্রুতি পত্র) সম্পাদন করতে হবে। তবে, ইতিপূর্বে যে সকল ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাদের সাথে নতুন কোন চুক্তির আবশ্যকতা নেই;

(খ) ব্যাংকসমূহ মাসিক ভিত্তিতে এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-খ) প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পুনঃঅর্থায়নের আবেদন করবে এবং

(গ) পরিশোধসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে সুদ/মুনাফাসহ পুনঃঅর্থায়নের পরিশোধযোগ্য কিস্তি বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব থেকে আদায় করা হবে।

৪। ইতিপূর্বে জারীকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং ০১/২০১৪, জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং ০৩/২০১৪, ও ০৩/২০১৫; এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ০১/২০১৬, ০৪/২০১৬ এবং ০১/২০১৭ ও তদ্সংযুক্ত নীতিমালা এতদ্বারা রহিত করা হলো। এতদ্সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম বৈধ ও যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ রুহুল আমিন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০৩৪৩

সংযোজনী-ক

"১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী,
স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ব্যাংকের নাম:

সময়কাল: মার্চ/জুন/সেপ্টেম্বর/ডিসেম্বর, ২০..

১. স্বনির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা: .... লক্ষ টাকা।

২. হালনাগাদ তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	ঋণ গ্রহীতা	চলতি ত্রৈমাসিকে ঋণ বিতরণ			চলতি বছরের শুরু হতে মার্চ/জুন/সেপ্টেম্বর/ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক পর্যন্ত পুঞ্জিভূত ঋণ			স্কিমের আওতায় রিপোর্টিং ত্রৈমাসিক পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত পুঞ্জিভূত ঋণ			স্কিমের আওতায় রিপোর্টিং ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ঋণের স্থিতি (গ্রাহক পর্যায়ে)
		পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহকের সংখ্যা		পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহকের সংখ্যা		পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহকের সংখ্যা		পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
			পুরুষ	মহিলা		পুরুষ	মহিলা		পুরুষ	মহিলা	
১.	কৃষক										
২	নিম্ন আয়ের পেশাজীবী										
৩	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আয় উৎসারী কর্মকান্ড)										
৪	স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী (প্রশিক্ষণ)										
৫	স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী (শিক্ষা উপকরণ)										
৬.	স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী (আয়-উৎসারী কর্মকান্ড)										
৭.	অন্যান্য										
	সর্বমোট-										

৩. লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর:
নাম:
পদবী:
মোবাইল:
ই-মেইল:

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংশ্লিষ্ট ফোকাল কর্মকর্তার স্বাক্ষর:
নাম:
পদবী:
মোবাইল:
ই-মেইল:

সংযোজনী-খ

অর্থায়নকারী ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন আবেদনের নমুনা

সূত্র: ------------------

তারিখ:--------------

মহাব্যবস্থাপক

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

"১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম" হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির আবেদন।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ০৫/০৯/২০২১ তারিখে জারীকৃত এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২১ এর নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক নির্বাচিত গ্রাহকের অনুকূলে --/২০২১ (মাসের নাম) এ মোট ----টি ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে আমাদের ব্যাংক কর্তৃক মোট----------- টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থায়ন অনুমোদন এবং ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণে সার্কুলারে উল্লিখিত সকল নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত অর্থায়নের বিপরীতে উক্ত স্কিম হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য এতদ্সঙ্গে দাখিল করা হলো। অনুগ্রহপূর্বক অত্র ব্যাংকের অনুকূলে মোট -------------------টাকা (কথায়---------------------------) পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করে বাধিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(---------------------------)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/বিভাগীয় প্রধান

ঠিকানা:--------------------------------

ফোন/মোবাইল: ------------------------

ই-মেইল:------------------------------

সংযোজনী:

১। স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ তথ্য বিবরণী।

২। ডিপি নোট।

www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট
সিজিএস ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১

তারিখঃ ০৯ মাঘ, ১৪২৮
২৩ জানুয়ারি, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে এফআইডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ০৫/৯/২০২১ এবং এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখ: ০৫/০১/২০২২ এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২. কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আয়-উৎসারী কর্মকান্ড বাধগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া, বর্তমানে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউয়ের বিরূপ প্রভাবে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় "১০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার/অব্যাহত রাখা এবং ঋণের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ও ঋণের শর্তাবলী সহজীকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান পুনঃঅর্থায়ন স্কিমটি ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করে এফআইডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ০৫/০৯/২০২১ এর মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়েছে।" পুনর্গঠিত স্কিমের আওতায় ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারী প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা জামানত নেয়া যাবে না। তবে, প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতাসহ অনধিক দু'জনের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করা যাবে। এতদ্ব্যতীত, স্কিমটির আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের ঝুঁকির মাত্রা হ্রাস ও অভীষ্ট গ্রাহকদের ঋণ অভিগম্যতা বৃদ্ধিকল্পে ০৫/০১/২০২২ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০১ এর মাধ্যমে ২৫ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব পরিমাণ ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় বর্ণিত স্কিমের আওতায় প্রদেয়/প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, ব্যাংক নিজস্ব উৎস হতে গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩. এতদ্প্রেক্ষিতে, এফআইডি'র উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত গ্রাহকদের পুনঃঅর্থায়নের আওতায় ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সিজিএস ইউনিটের বিদ্যমান ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের অনুকরণে **"আর্থিক সেবাভুক্তি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম"** নামে একটি নতুন ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা হলো। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক অনুসরণীয় নীতিমালা নিম্নরূপঃ-

৩.১. ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে সিজিএস ইউনিটের সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে। উপরোক্ত এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২১ এর আওতায় ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট এর সাথে চুক্তিবদ্ধ সকল Participating Financial Institutions (PFI) সিজিএস ইউনিটের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের আবেদনের ভিত্তিতে গভর্নর মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বছরের যে কোন সময়ে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

৩.২. অত্র সার্কুলারের নির্দেশনা এবং এ সার্কুলারে উল্লেখ নেই এমন ক্রেডিট গ্যারান্টি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সিজিএস ইউনিট কর্তৃক ০৩/১১/২০২০ তারিখে জারীকৃত Manual of Credit Guarantee Scheme এবং অন্যান্য নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর :

৩.৩. এ স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের জন্য অত্র ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত মোট গ্যারান্টির সর্বোচ্চ ত্রিশ (৩০) শতাংশ পর্যন্ত পোর্টফোলিও গ্যারান্টি ক্যাপ (কভারেজ) প্রদান করা হবে। উক্ত পোর্টফোলিও গ্যারান্টি ক্যাপের আওতায় কোন একক উদ্যোক্তা বা ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮০ (আশি) শতাংশ পর্যন্ত গ্যারান্টি কভারেজ প্রদান করা হবে।

৩.৪. উপরোক্ত এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২১ এ বর্ণিত প্রকৃতির উদ্যোক্তাগণ এফআইডি হতে সংশ্লিষ্ট স্কিমের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির আওতায় ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে অত্র স্কিম হতে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা গ্রহণের যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে। ঋণ/বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত মেয়াদই হবে এ স্কিম এর আওতায় প্রাথমিকভাবে গ্যারান্টির মেয়াদ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ/বিনিয়োগ সম্পূর্ণ আদায় হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের গ্যারান্টির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তবে, কোন ঋণ/ বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/ পুনর্গঠন (Restructure) করা হলে উক্ত পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন সময়কাল গ্যারান্টির মেয়াদ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সিজিএস ইউনিট হতে গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি করে নিতে হবে এবং বর্ধিত সময়ের জন্য গ্যারান্টি ফি প্রদান করতে হবে।

৩.৫. ক্রেডিট গ্যারান্টির আবেদন প্রক্রিয়া ও গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশন ইস্যুর পদ্ধতিঃ

৩.৫.১. এফআইডি সার্কুলার নং-০১/২০২১ এর আওতায় প্রদেয় ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা গ্রহণের বিষয়ে পিএফআইসমূহকে ক্যালেন্ডার বছর ভিত্তিক টার্গেট (পরিমান) বছরের শুরুতে ঘোষণা এবং সংশ্লিষ্ট বছরের মধ্যে উহা ব্যবহার করতে হবে। পিএফআই কর্তৃক ঘোষিত টার্গেট যাচাই-বাছাই এবং সিজিএস ফান্ডের পর্যাপ্ততা বিবেচনা করে সিজিএস ইউনিটে উহা লিপিবদ্ধ (Record)করা হবে যা ঘোষিত টার্গেটের চেয়ে কম/বেশী হলে পত্র মারফত পিএফআইকে অবহিত করা হবে।

৩.৫.২. গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে মাসে আবেদন করবে তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী মাসে মঞ্জুরীকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর আবেদনসমূহের তথ্যাদিসহ প্রতি মাসের ১৫(পনের) তারিখের মধ্যে পিএফআই কর্তৃক সিজিএস ইউনিট বরাবরে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট 'ক') আবেদন করতে হবে।

৩.৫.৩. গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশন আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক তাদের অনুমোদিত ঋণ নীতিমালার আওতায় গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে মর্মে প্রত্যায়নপত্র দাখিল করতে হবে

৩.৫.৪. আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সিজিএস ইউনিট হতে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করে দ্রুততার সাথে যোগ্য উদ্যোক্তা/দের গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে সংশ্লিষ্ট পিএফআই-কে তা অবহিত করা হবে। রেজিস্ট্রেশনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পিএফআই-কে সিজিএস ইউনিটের অনুকূলে গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীতে চলমান গ্যারান্টির ক্ষেত্রে প্রতি বছর তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছর সমাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে গ্যারান্টি ফি আগাম পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, সংশ্লিষ্ট পিএফআই কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত তাদের চলতি হিসাব হতে উহা বিকলন করে আদায় করা যাবে।

৩.৫.৫. সিজিএস ইউনিট হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক যথাযথ ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তা/গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা বিতরণ করবে।

৩.৫.৬. ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট এর সাথে যেকোন পিএফআই এর সম্পাদিত অংশগ্রহণ চুক্তি কোন কারণে বাতিল/স্থগিত হলে সেক্ষেত্রে সিজিএস ইউনিট কর্তৃক উক্ত পিএফআই-কে নতুন কোন গ্যারান্টি ইস্যু করা হবে না। তাছাড়া, সিজিএস ইউনিটের সাথে সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্ত ভংগ করলে অত্র ইউনিট পিএফআই এর সাথে সম্পাদিত অংশগ্রহণ চুক্তি প্রয়োজনে কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই বাতিল/স্থগিত করা যাবে।

৩.৬. ক্রেডিট গ্যারান্টির ফি ঃ

৩.৬.১. সিজিএস ইউনিট ও ব্যাংক এর মধ্যে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক অংশগ্রহণ চুক্তির আওতায় প্রত্যেক ব্যাংককে নিজস্ব উৎস হতে বাৎসরিক ভিত্তিতে গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে উহা সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার নিকট হতে আদায় করা যাবে না। ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধা প্রদানের নামে গ্রাহকের উপরে অন্য কোন ফি/চার্জ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তা আরোপ করা যাবে না।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর:

৩.৬.২. স্কিমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংককে চলতি বছরের জন্য এবং পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ঘোষিত মোট টার্গেট সীমার আওতায় গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ঋণ/বিনিয়োগের উপর ১% হারে ০১ (এক) বছরের জন্য গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করতে হবে। গ্যারান্টি চলমান থাকা সাপেক্ষে ০১ (এক) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী সময় হতে অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিনের গ্যারান্টিবদ্ধ ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতির উপর বার্ষিক ভিত্তিতে গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে যে সকল ব্যাংকের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরের ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিক শ্রেণীকৃত ঋণ/বিনিয়োগের (NPL)হার ৫ শতাংশ বা এর কম তাদের জন্য বার্ষিক ০.৫০% হারে এবং যে সকল ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ/বিনিয়োগের হার ৫ শতাংশের বেশী তাদের জন্য বার্ষিক ০.৭৫% হারে গ্যারান্টি ফি প্রদান করতে হবে।

৩.৭. ক্রেডিট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার ঃ ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদান করা হলেও উক্ত ঋণ/বিনিয়োগের জন্য গ্রাহক পর্যায়ে নির্ধারিত সুদ/মুনাফা হারের কোন পরিবর্তন হবে না।

৩.৮. ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধালব্ধ উদ্যোগের জন্য ব্যাংকের দায়-দায়িত্বঃ

৩.৮.১. অর্থায়নকারী ব্যাংক নিজস্ব নিয়মাচার (Due diligence) যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী/বিতরণ/আদায় করবে। ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পর স্বীয় উদ্যোগে উহা তদারকী ও পরিবীক্ষণ করবে। ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উদ্যোক্তাগণকে/গ্রাহকগণকে যথাযথ সেবা/সহায়তা প্রদান করবে।

৩.৮.২. ক্রেডিট গ্যারান্টি সুবিধালব্ধ গ্রাহক/দের সংগে সিজিএস ইউনিটের সরাসরি কোন যোগাযোগ থাকবে না। তবে গ্যারান্টির যথার্থতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে যাচিত তথ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি বাংলাদেশ ব্যাংককে পিএফআই সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। তাছাড়া, পিএফআই-কে অবহিত করে সিজিএস ইউনিট যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিদর্শন করতে পারবে এবং পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলকে পিএফআই সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩.৯. ক্রেডিট গ্যারান্টির দাবি এবং নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াঃ

৩.৯.১. এ স্কীমের আওতায় গ্যারান্টিবদ্ধ কোন ঋণ/বিনিয়োগ বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী মন্দমানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা যাবে। পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরও ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ আদায় না হয়ে পুনরায় মন্দমানে শ্রেণীকৃত হলে গ্যারান্টির বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ দাবির (Claim) আবেদন করা যাবে। তবে, গ্যারান্টি দাবির আবেদন করার পূর্বে ব্যাংককে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল প্রচেষ্টা গ্রহণসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মামলা দায়ের এবং অন্যান্য আইনী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে প্রযোজ্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব মন্দমানে শ্রেণীকৃত হয় কেবল তখনি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনী প্রক্রিয়া শুরু (মামলা দায়ের) করে গ্যারান্টির বিপরীতে দাবি উত্থাপন করতে পারবে।

৩.৯.২. গ্যারান্টির বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ মন্দমানে শ্রেণীকৃত হলে সেক্ষেত্রে দাবির পরিমাণ মন্দমানে শ্রেণীকৃত ঋণ/বিনিয়োগের আসলের গ্যারান্টিকৃত অংশ (Guaranteed Proportion of Principal Amount) একক উদ্যোক্তা বা ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ অথবা পিএফআই-কে প্রদত্ত মোট গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশনের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ এর অদাবিকৃত অংশ (যেটি কম) এর বেশী হতে পারবে না। অনাদায়ী সুদ/মুনাফার জন্য কোনভাবেই গ্যারান্টি দাবি করা যাবে না।

৩.৯.৩. গ্যারান্টির দাবি নিষ্পত্তির পরেও ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে আইনী পদক্ষেপসহ সকল ধরনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। গ্যারান্টির দাবি নিষ্পত্তির পর ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে উদ্যোক্তা/গ্রাহক হতে কোন অর্থ আদায় হলে তা গ্যারান্টি কভারেজের আনুপাতিক হারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৩.৯.৪. কোন ব্যাংক কর্তৃক গ্যারান্টির আওতায় ঝুঁকি নির্ণয়ে সহায়ক এমন কোন তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করলে অথবা ভুল কোন তথ্য প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদ্যমান আইন/বিধি/নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর:

৩.৯.৫. কোন কারণে গ্যারান্টিলব্ধ ঋণ/বিনিয়োগের পুনঃতফসিলের প্রয়োজন হলে তদ্‌সময়ে বিদ্যমান (প্রচলিত) নীতিমালার আওতায় পুনঃতফসিল করা যাবে এবং তা সিজিএস ইউনিটকে অবহিত করতে হবে।

৩.৯.৬. ঋণ/বিনিয়োগ অনাদায়ে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণীকরণপূর্বক যথাযথভাবে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা থাকলেও এ স্কিমের আওতায় গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ শ্রেণীকৃত হলে সেক্ষেত্রে গ্যারান্টি রেজিস্ট্রেশনকৃত মোট ঋণ/বিনিয়োগের ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ পর্যন্ত স্পেসিফিক প্রভিশন সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা গ্যারান্টির মেয়াদকালের জন্য অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে।

৪. বিবিধঃ

৪.১. ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৪.২. এ নীতিমালায় উল্লেখ নেই এরূপ যে কোন বিষয়ে অথবা নীতিমালায় বর্ণিত কোন বিষয়ে অধিকতর স্পষ্টীকরণের আবশ্যকতা দেখা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪.৩. এ নীতিমালার যে কোন ধরণের পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

৪.৪. ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা না হলে বা কোন শর্ত লংঘন করা হলে বা গ্যারান্টি আবেদনের সময়ে কোন তথ্য গোপন করলে বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা গ্যারান্টি ফি পরিশোধ না করলে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে প্রদত্ত গ্যারান্টি বাতিল করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক এতদ্বারা সংরক্ষণ করে।

৫. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(স্বাক্ষর)

(এসএম মোহসীন হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০২২১

ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা

(গ্যারান্টি আবেদন ফরম)

তারিখঃ ../../....

সূত্র ঃ

মহাব্যবস্থাপক
ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম ইউনিট
এসএমইএন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএস), ইউনিটের সাথে .../../.... তারিখে সম্পাদিত অংশগ্রহণ চুক্তির আওতায় গ্যারান্টি ইস্যুর শর্তে নিম্নবর্ণিত ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধাগুলো মঞ্জুর করা হয়েছে। সিজিএস ইউনিট কর্তৃক গ্যারান্টি ইস্যু করা হলে ঋণ/বিনিয়োগসমূহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণ করা হবে। নিম্নবর্ণিত ঋণ/বিনিয়োগসমূহের বিপরীতে গ্যারান্টি ইস্যু করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সেকশন-১ঃ সাধারণ তথ্য

ক্রঃ নং	ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতার নাম (গ্রাহক)	গ্রাহকের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর	ব্যাংক শাখার নাম	গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর	গ্রাহকের ধরণ (কৃষক, নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, মাইক্রো/ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্লাস্টার, অন্যান্য)	গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ (উৎপাদন/সেবা/ব্যবসা)	ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়েছে (হ্যাঁ/না)	ঋণ/বিনিয়োগ চূড়ান্ত পরিশোধের তারিখ	ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	প্রত্যাশিত গ্যারান্টি কাভারেজ (শতাংশ)
১										
২										
৩								সর্বমোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ		
								সর্বমোট ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ (কথায়)		

সেকশন-২ঃ প্রত্যয়ন

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, অংশগ্রহণচুক্তির শর্ত পালনপূর্বক উল্লিখিত ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতি অনুযায়ী যথাযথ নিয়মাচার পরিপালনপূর্বক এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি (তালিকা সংযুক্ত) গ্রহণ/সম্পাদনের মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধাগুলো মঞ্জুর করা হয়েছে (সকল মঞ্জুরীপত্রের কপি সত্যায়নপূর্বক সংযুক্ত করা হয়েছে)। ../../.... তারিখের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-.... এবং তৎপরবর্তী সংশোধনী (যদি থাকে) মোতাবেক আমরা উল্লিখিত ঋণ/বিনিয়োগসমূহের গ্যারান্টি ফি পরিশোধ করবো এবং ০৭/৯/২০২১ তারিখের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ এর আওতায় পুনঃঅর্থায়নের সুবিধা গ্রহণ করা হবে।

আমরা এ মর্মে অবহিত যে, ভবিষ্যতে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগসমূহের বিপরীতে গ্যারান্টির অর্থ দাবীকালে/ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনকালে ঋণ/বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট যথাযথ/প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহ করতে সক্ষম না হলে অথবা গ্যারান্টির শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে গ্যারান্টির দাবি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
নাম ও পদবী :
মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা :

স্বাক্ষর :
ব্যবস্থাপনা পরিচালক/স্বাক্ষর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী :
মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা :
সীল :